গঠনতন্ত্র

জালালাবাদ এসোসিয়েশন, ঢাকা

১৯৪৮ ইং

জালালাবাদ এসোসিয়েশন

গঠনতন্ত্র

জালালাবাদ এসোসিয়েশন, ঢাকা

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৪২৮/১৯৬৩
অধ্যাদেশ নম্বর : XLVI of 1961

জালালাবাদ এসোসিয়েশন, ঢাকা
জালালাবাদ ভবন
২২ কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা ১২১৫
ফোন: +৮৮ ০২ ৫৫০১২২৪০

Government of East Pakistan
Directorate of Social Welfare

41 Hathkhola Road
Dacca 3

No. DSW/R-428/63/3823 Dated: the 1.4.63

Sub: Registration of voluntary social welfare Agencies.

With reference to your application for registration of your agency, under the voluntary social welfare (Registration and Control) Ordinance, 1961 (XLVI of 1961), I am directed to inform you that your agency has been accorded registration under the aforesaid Ordinance and the Registration Certificate No. 428 of 1963, of your agency is enclosed (under the registration A/D post).

Kindly acknowledge the receipt.

sd/-illegible
registration Authority
Gov . of East Pakistan
Dacca.

To Jalalabad Association
Dacca.

Government of the people's Republic of Bangladesh National Board of Revenue

C. No. : 9 (32)/t-IV)/79/244 Dated Dacca, the 25.2.1980

From: **A H Akon**
Second Secretary (Taxes).

To:
1. The Commissioner of Taxes.
   Dacca (North) Zone, Dacca.
2. The Commissioner of Taxes.
   Dacca (South) Zone, Dacca.
3. The Commissioner of Taxes.
   Chittagong Zone, Chittagong.
4. The Commissioner of Taxes.
   Central Zone, Dacca.
5. The Commissioner of Taxes.
   Khulna Zone, Khulna.
6. The Commissioner of Taxes.
   Intelligence & Investigation,
   6-A/1 Segunbagicha, Dacca.
7. The D,R. I.A.T, Dacca.
8. The Registrar,
   Income Tax Appellate Tribunal, Dacca.
9. The Editor, Bangladesh
   Tax Decision, Dacca.
10. Jalalabad Association
    22 Kawran Bazar C/A, Dacca 15

Subject: Order under section 150 forwarding of:

I am directed to forward herewith one copy of order S.R.O No. 9(132)/T-IV/79/236 dated 25th Feb. 1980 for information and necessary action.

(Sd/illegible)

A. H. Akon
S. R. Encl: As Above
Second Secretary (Taxes.)

Government of the Republic of Bangladesh National Board of Revenue

ORDER
(Income Tax)

Dated Dacca, the 25.2.1980

S.R.O 9 (132)/T-IV/79/236. In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section 15 D of the Income tax Act, 1922 (XL of 1922), the National Board of Revenue is pleased to approve the Jalalabad Association, Dacca for the purpose of that Section subject to the following conditions, namely:

(i) that the association shall either be registered under the societies Registration Act, 1960 (XXI of 1860), or the Voluntary Social Welfare Agencies (Registration and Control) Ordinance. 1961;

(ii) that Books of accountant within the meaning of Bangladesh chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973), every year to the Deputy Commissioner of Taxes in Whose territorial Jurisdiction the Institute is situated;

(iii) that the Association shall not make any donation or grant to any other charitable Institution or fund unless it is an institution or fund approved under section 15D(I)(d); and

(iv) that in the event of dissolution of the Association, its assets left after meeting its liabilities, if any, shall be transferred to another institution or fund approved under section 15D (I) (d) of the Income tax Act, 1922.

(Sd/illegible)

A. H. Akon
S. R. Encl: As Above
Second Secretary (Taxes.)

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১. জালালাবাদ এলাকার জ্ঞানী, গুণী ও বিজ্ঞজন ১৯৪৮ সালে ঐতিহ্যবাহী জালালাবাদ এসোসিয়েশনের গোড়াপত্তন করেন।

২. দীর্ঘ ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করে এসোসিয়েশন বিগত ০১.০৪.১৯৬৩ সালে সরকারের সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধন লাভ করে। রেজি. নং ৪২৮, ১৯৬৩।

৩. পূর্বে গঠনতন্ত্র ইংরেজিতে রচিত ছিল। ১৯৭৩-৭৪ সালের সাধারণ সভায় বাংলা ভাষার অনুবাদ ও সংশোধনী গৃহিত হয়।

৪. ১৯৮০ সালের সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২৯.১১.১৯৮১ সালের সাধারণ সভায় সংবিধান অনুমোদন ও ঐদিন থেকে সেটি কার্যকর হয়।

৫. ২৫.০৭.২০১১ তারিখের ২৪৪ নং স্মারকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ এসোসিয়েশনের যে কোনো দান-অনুদানকে আয়কর মুক্ত ঘোষণা করেন।

৬. ১৮.০৭.২০১১ সালের সাধারণ সভায় সংশোধিত গঠনতন্ত্র অনুমোদিত ও কার্যকর করা হয়।

৭. ২৭.০৩.২০১৫ সাধারণ সভায় সংশোধিত গঠনতন্ত্র অনুমোদিত ও কার্যকর করা হয়।

৮. বর্তমান ১৮.০৩.২০২৩ সাধারণ সভায় সংশোধিত গঠনতন্ত্র অনুমোদিত ও কার্যকর করা হয়।

সূচিপত্র

অধ্যায়: ১ নাম, সংজ্ঞা/পরিভাষা, ঠিকানা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য **১১**

১. নাম
২. সংজ্ঞা/পরিভাষা
৩. এসোসিয়েশন কার্যালয়ের ঠিকানা
৪. এলাকা
৫. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

অধ্যায়: ২ সদস্যপদ সংশ্লিষ্ট **১৩**

৬. সদস্য
৭. সদস্য পদের যোগ্যতা
৮. সদস্য পদের চাঁদার হার
৯. সদস্য হওয়ার নিয়মাবলী
১০. সদস্য পদের বিলুপ্তি

অধ্যায় : ৩ সভা **১৬**

১১. সাধারণ সভা
১২. সাধারণ সভার কার্যসূচি
১৩. বিশেষ সাধারণ সভা
১৪. রিকুইজিশন সভা
১৫. সভার নোটিশ
১৬. সভার কোরাম
১৭. অনাস্থা প্রস্তাব

অধ্যায়: ৪ কার্যনির্বাহী কমিটি **১৯**

১৮. কার্যনির্বাহী কমিটি
১৯. কার্যনির্বাহী কমিটির গঠন
২০. কার্যনির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য

অধ্যায় : ৫ দায়িত্ব ও কর্তব্য **২২**

২১. সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য
২২. সহ-সভাপতি (জালালাবাদ), সহ-সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য
২৩. সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য
২৪. কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব কর্তব্য
২৫. যুগ্ম সম্পাদকদ্বয়, দপ্তর সম্পাদক,
অন্যান্য সম্পাদক ও সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।
২৬. উপদেষ্টা কমিটি গঠন
২৭. সহযোগী প্রতিষ্ঠান বা এসোসিয়েশন গঠন

অধ্যায় : ৬ নির্বাচন **২৬**

২৮. নির্বাচন
২৯. নির্বাচন বিধি
৩০. নির্বাচনের স্থান ও তারিখ এবং নির্বাচন অনুষ্ঠান
৩১. নির্বাচনী ফলাফল
৩২. নির্বাচন কমিটির ক্ষমতা

অধ্যায় : ৭ তহবিল ও হিসাব **৩০**

৩৩. তহবিল
৩৪. সম্পত্তি ও ট্রাস্ট
৩৫. ছাত্র বৃত্তি
৩৬. আর্থিক ব্যবস্থাপনা
৩৭. ব্যাংক হিসাব
৩৮. অডিট
৩৯. আর্থিক বৎসর

অধ্যায়: ৮ গঠনতন্ত্র সংশোধন **৩২**

৪০. গঠনতন্ত্র সংশোধন

অধ্যায় : ৯ বিবিধ **৩২**

৩৯. দলিল পত্রাদিতে স্বাক্ষর
৪০. সাময়িক শূন্যতা

গঠনতন্ত্র

জালালাবাদ এসোসিয়েশন, ঢাকা

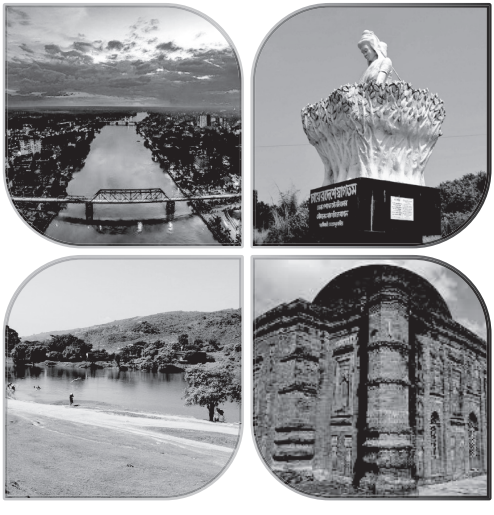

অধ্যায় : ১

১. **নাম:** জালালাবাদ এসোসিয়েশন

২. **সংজ্ঞা/পরিভাষা**

ক. 'জালালাবাদ' বলিতে বর্তমানে সিলেট বিভাগের চারটি জেলা তথা সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলাকে বুঝাইবে।

খ. 'জালালাবাদবাসী' বলিতে জন্মসূত্রে, পারিবারিকসূত্রে বা বৈবাহিকসূত্রে সিলেট বিভাগীয় এলাকার অধিবাসীদের বুঝাইবে।

গ. এসোসিয়েশন বলিতে জালালাবাদ এসোসিয়েশন, ঢাকা-কে বুঝাইবে।

ঘ. সদস্য বলিতে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সদস্যকে বুঝাইবে।

ঙ. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৬১ ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ১৯৬২-এ যে-সকল শব্দ বা কথার দ্বারা যে অর্থ নির্দেশ করা হইয়াছে এই গঠনতন্ত্রে সেই অর্থই প্রযোজ্য হইবে।

৩. **এসোসিয়েশনের ঠিকানা:** প্রধান কার্যালয়: জালালাবাদ ভবন, ২২ কাওরান বাজার, ঢাকা।

৪. **এলাকা:** বর্তমান সিলেট বিভাগের চারটি জেলা যথা: সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলাসমূহকে জালালাবাদ এলাকা বুঝাইবে।

৫. **জালালাবাদ এসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

ক. জালালাবাদ এলাকার বাহিরে বসবাসকারী জালালাবাদবাসীর মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ, ঐক্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা, দেশাত্মবোধ ও সহ-অবস্থানের মনোভাব গড়িয়া তোলা;

খ. দেশের স্বার্থের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি এবং আচার-অনুষ্ঠান সংরক্ষণ ও পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্রপত্রিকা মারফত তাহা প্রচারের ব্যবস্থা করা;

গ. বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ এবং প্রবাসীসহ সকল জালালাবাদবাসীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সাংস্কৃতিক জীবনের মান উন্নয়নের চেষ্টা করা;

ঘ. ঢাকায় বসবাসরত জালালাবাদবাসীর জন্য ক্লাব, পাঠাগার, শিক্ষাবৃত্তি, বাসস্থান কেন্দ্র, চিত্তবিনোদন কেন্দ্র, খেলাধুলা ও অভ্যর্থনা কেন্দ্র নির্মাণ এবং নির্মল আনন্দ দানকারী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা;

ঙ. জালালাবাদ এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ আবিষ্কার ও ব্যবহার করার জন্য সরকারের সহিত সহযোগিতা ও সহায়তা করা।

চ. জালালাবাদ এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জীবনের মান উন্নয়নকল্পে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ও প্রয়োজনীয় দাবি-দাওয়াসমূহ যৌক্তিকভাবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতঃ আদায়ের চেষ্টা করা;

ছ. বাংলাদেশ তথা বিশ্বের যেকোনো এলাকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনায় পতিত দুস্থ মানবতার সেবায় সহায্যদানে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করা;

জ. বিদেশে অবস্থানরত জালালাবাদবাসীর স্বার্থ সংরক্ষণ এবং তাহাদের অর্জিত সম্পদ নিজের ও দেশের জন-সাধারণের স্বার্থে ব্যবহারে গঠনমূলক পরামর্শ, উৎসাহ এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য সাহযোগিতা করা;

ঝ. দুস্থ জালালাবাদবাসী বিশেষ করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা;

ঞ. ২২ কাওরান বাজার, ঢাকায় এসোসিয়েশনের নিজস্ব জমিতে নির্মিত জালালাবাদ ভবনের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণসহ এসোসিয়েশনের স্বার্থে ও নামে সম্পত্তি অর্জন করা;

ট. জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও দলমত নির্বিশেষে জালালাবাদবাসীর সার্বিক স্বার্থে কল্যাণকর কাজ করা;

অধ্যায় : ২

৬. সদস্য

ক. সহযোগী সদস্য

খ. আজীবন সদস্য

গ. প্রবাসী আজীবন সদস্য

৭. সদস্যপদের যোগ্যতা

ক. ঢাকায় বসবাসরত জালালাবাদবাসী যাহাদের বয়স ১৮ আঠারো বৎসরের কম নহে তাহারা এই এসোসিয়েশনের সদস্য হইতে পারিবেন। বর্তমান নিয়মে জালালাবাদ এলাকায় বসবাসরত সদস্যদের এসোসিয়েশনের সদস্যপদ বহাল থাকিবে; তবে তাহারা নির্বাহী কমিটির নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

খ. এসোসিয়েশনের সদস্য হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন যেকোনো ব্যক্তি এসোসিয়েশনের নির্ধারিত চাঁদা ও ঢাকায় বসবাসের প্রমাণক প্রদান করিয়া সহযোগী/ আজীবন সদস্য হইতে পারিবেন।

গ. বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থানকারী জালালাবাদ এলাকার অধিবাসীগণ প্রবাসী আজীবন সদস্য শ্রেণিভুক্ত হইতে পারিবেন।

ঘ. বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ পুরুষ/ মহিলা অন্য জেলার অধিবাসী হইলেও এসোসিয়েশনের সদস্য হইতে পারিবেন তবে এই শ্রেণির কোনো সদস্য এসোসিয়েশন-এর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিয়া কিংবা অন্য কোনো উপায়ে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন না।

৮. সদস্যপদের চাঁদার হার

ক. সকল শ্রেণির সদস্য হওয়ার আবেদন ফরম: ১০০/- টাকা

খ. সহযোগী সদস্য বাৎসরিক চাঁদা: ১,০০০/- টাকা

গ. আজীবন সদস্য এককালীন চাঁদা: ৫,০০০/- টাকা

ঘ. প্রবাসী আজীবন সদস্য [এককালীন চাঁদা] : ১০,০০০/- টাকা অথবা সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা।

৯. সদস্য হওয়ার নিয়মাবলি

ক. গঠনতন্ত্রের অধ্যায় ২-এর ৭ (ক) হইতে ৭(ঘ) ধারায় যোগ্যতাসম্পন্ন জালালাবাদবাসীগণ সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করিবেন (তিনি ইংরেজি বৎসরের যে মাসেই আবেদন করেন না কেন)। নির্ধারিত হারে সেই বৎসরের পূর্ণ বাৎসরিক এককালীন চাঁদা প্রদান করতঃ কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করিয়া সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক বরাবরে আবেদন করিতে হইবে। চাঁদা নগদ অর্থে/ ব্যাংক ড্রাফ্‌ট/ ব্যাংক পে-অর্ডার-এর মাধ্যমে প্রদান করিতে হইবে। আবেদনপত্রের সহিত সত্যায়িত ২ কপি সদ্য তোলা ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) এবং ঢাকায় বসবাসের প্রমাণকসহ আবেদনপত্রে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের দুইজন আজীবন সদস্যের প্রস্তাবক ও সমর্থক থাকিতে হইবে। ঐসমস্ত কাগজ ব্যতীত আবেদনপত্র গ্রহণ করা হইবে না।

খ. উপরিউক্ত কাগজাদিসহ লিখিত আবেদনটি অফিসে দাখিলের পর (অফিসের সিল, গ্রহণকারীরর দস্তখত ও তারিখ পরিস্কারভাবে লেখা থাকিতে হইবে) আবেদনকারীকে রশিদ প্রদান করা হইবে। আবেদনপত্র কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক পরবর্তী মাসিক সভায় গৃহিত হইলে সদস্যপদ আবেদনের দিন হইতে কার্যকরী হইবে।

গ. যদি প্রার্থীর আবেদনপত্রে কোনো ওজর-আপত্তি থাকে, তবে প্রার্থীকে সেই ওজর-আপত্তি সম্পর্কে আবেদন প্রাপ্তির ২ (দুই) মাস সময়ের মধ্যে অবশ্যই লিখিতভাবে জানাইতে হইবে। অন্যথায়, সদস্য হবার আবেদন দাখিলের ২ (দুই) মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর আবেদনকারীকে আবেদন দাখিলের দিন হইতে অন্যান্য শর্তপূরণ সাপেক্ষে সদস্যপদ প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

ঘ. অন্য দিকে, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনো ওজর-আপত্তির কারণে তাহার সদস্যপদের আবেদপত্র নির্ধারিত ২ (দুই) মাস সময়ের মধ্যে লিখিতভাবে প্রত্যাখান করা হইলে, আবেদনকারী পরবর্তী একমাস সময়ের মধ্যে পুনরায় লিখিত যুক্তি প্রদানপূর্বক সাধারণ সম্পাদক বরাবর পুনঃলিখিত আবেদন করিতে পারিবেন এবং কার্যনির্বাহী কমিটি ঐ আবেদনপত্রটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া বিবেচনা করিতে পারিবেন, যদি কার্যনির্বাহী কমিটি উক্ত আবেদন বিবেচনা না করেন তবে কার্যনির্বাহী কমিটি তাহাদের মতামতসহ পরবর্তী সাধারণ সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করিবেন। এতদ্‌বিষয়ে সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির

পূর্বপর্যন্ত ঐ ব্যক্তির সদস্যপদ মূলতবি থাকিবে এবং তিনি ঐ সময়ের মধ্যে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ হইতে বিরত থাকিবেন।

ঙ. কোন সদস্য অন্তর্ভুক্তির আবেদনপত্র কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রত্যাখান করা হইলে, ঐ সংবাদ ঐ সদস্যের নিকট প্রেরণ করার পর, যদি ঐ সদস্য নির্ধারিত সময়ে কোনো প্রকার পুনঃআবেদন না করেন, তবে তাহার সদস্যভূক্তির ঐ আবেদন প্রত্যাখানের ২ (দুই) মাস সময়ের মধ্যে ঐ আবেদনকারী কর্তৃক জমাকৃত চাঁদা ঐ ব্যক্তিকে ক্রসড্ চেক মারফত অবশ্যই ফেরত দিতে হইবে।

১০.সদস্যপদ বিলুপ্তি

ক. সকল সহযোগী সদস্য প্রতি বৎসরের বার্ষিক চাঁদা ঐ বৎসরের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রদান করিয়া সদস্য পদ গ্রহণ ও নবায়ন করিবেন। কোনো সদস্য সেই বৎসরের বার্ষিক চাঁদা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান না করিলে তিনি সদস্য হইতে পরিবেন না, নবায়ন না করিলে তাহার সদস্যপদ বিনা নোটিশে আপনা-আপনি বাতিল হইবে।

খ. ঐ সদস্য পুনরায় নির্ধারিত আবেদন ফি-সহ বার্ষিক চাঁদা প্রদানপূর্বক আবেদন করিয়া এসোসিয়েশনের সদস্যপদ পাইতে পারেন। এই ক্ষেত্রে নির্ধারিত আবেদন ফি ও বকেয়াসহ চলতি বৎসরের বার্ষিক চাঁদা প্রদানসহ আবেদন করিলেই তিনি সদস্যপদ পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন।

গ. কোনো সদস্য ইচ্ছা করিলে সভাপতিকে লিখিতভাবে নোটিশ দিয়া তাহার সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

ঘ. কোনো সদস্য এসোসিয়েশনের স্বার্থহানিকর কার্যে লিপ্ত থাকিলে কার্যনির্বাহী কমিটির মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে তাহার সদস্যপদ বাতিল করা যাইবে। তবে সংশ্লিষ্ট সদস্য ইচ্ছা করিলে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সাধারণ সভার নিকট আপিল করিতে পারিবেন। এক্ষেত্রে সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

অধ্যায় : ৩

১১. বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্যসূচি/ কর্মসূচি

ক. এসোসিয়েশনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা সাধারণ সভার ওপর ন্যস্ত থাকিবে। সাধারণ সভা এসোসিয়েশনের সকল কার্যের বিশেষ করিয়া কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যাবলি তদারক, পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করিতে পারিবেন।

খ. কার্যনির্বাহী কমিটি প্রতি বৎসর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে অন্তত একবার সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য থাকিবে। বিশেষ কারণে ঐ সময়ের মধ্যে তাহা করা সম্ভব না হইলে পরবর্তী বৎসরের ৩১ মার্চের মধ্যে অবশ্যই তাহা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কোনো অবস্থাতেই ইহার ব্যতিক্রম করা চলিবে না। সেই ক্ষেত্রে চলমান কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদও ৩১ মার্চ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

গ. কার্যনির্বাহী কমিটি সাধারণ সভার স্থান, তারিখ ও কর্মসূচি নির্ধারণ করিয়া অন্তত ১৫ (পনেরো) দিন পূর্বে সাধারণ সদস্যগণকে পত্র মারফত এবং যথাসময়ে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি/ এসএমএস-এর মাধ্যমে অবহিত করিবেন। সকল শ্রেণির সদস্যই সাধারণ সভার আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

ঘ. বিলুপ্তি।

১২. সভার কর্মসূচি

সাধারণ সভায়/ দ্বি-বার্ষিক সভায় নিম্ন লিখিত বিষয়াদি আলোচনা করা হইবে এবং সংখ্যাধিক্যের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহিত হইবে;

ক. কার্যনির্বাহী কমিটির বাৎসরিক রিপোর্ট;

খ. দুই বৎসর অন্তর অন্তর সদস্যদের মধ্য হইতে এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠান;

গ. অডিট রিপোর্ট, বাজেট পেশ আলোচনা ও অনুমোদন;

ঘ. কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক ভবন ট্রাস্ট, শিক্ষা ট্রাস্টসহ বাৎসরিক রির্পোট পেশ আলোচনা ও অনুমোদন;

ঙ. সাধারণ আলোচনা;

চ. অডিটর নির্বাচন;

ছ. গঠনতন্ত্র সংশোধনের কোনো প্রস্তাব থাকিলে তাহা বিবেচনা করা ও অনুমোদন;

জ. সাধারণ সভার অনুমতিক্রমে অন্য কোনো বিষয় এবং বিবিধ বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

১৩. বিশেষ সাধারণ সভা

আবশ্যকবোধে কার্যনির্বাহী কমিটি কমপক্ষে ৭ দিনের নোটিশে 'বিশেষ সাধারণ সভা' আহবান করিতে পারিবে।

১৪. রিকুইজিশন সভা

এসোসিয়েশনের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য সাধারণ সম্পাদকের নিকট কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে লিখিতভাবে আলোচনার দাবি জানাইলে সাধারণ সম্পাদক এক মাসের মধ্যে সাধারণ সভা আহ্বান করিবেন। এই রিকুইজিশন প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সভা না করিলে রিকুইজিশন স্বাক্ষরকারীগণ সভাপতিকে সাধারণ সভা আহবানের অনুরোধ জানাইবেন। আর সভাপতি ১৫ দিনের মধ্যে সভা আহ্বান না করিলে রিকুইজিশন স্বাক্ষরকারীগণ তাহাদের রিকুইজিশনে উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অন্তত ১৫ দিনের নোটিশ স্থানীয় বহুলপ্রচারিত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া নিজেরাই সাধারণ সভা আহবান করিতে পারিবেন। প্রকাশ থাকে যে, সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতিকে রিকুইজিশনের যে নোটিশ দেওয়া হইবে তাহা প্রাপ্তি স্বীকারপত্রসহ রেজিস্ট্রি ডাকে এসোসিয়েশনের ঠিকানায় অবশ্যই পাঠাইতে হইবে।

১৫. সভার নোটিশ

এসোসিয়েশনের সাধারণ সভা ও কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহবান করিতে যথাক্রমে ১৫ দিন ও ৭ দিনের নোটিশ দিতে হইবে। জরুরি সভা যথাক্রমে ৭ দিন ও ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আহ্বান করা চলিবে।

১৬. সভার কোরাম

এসোসিয়েশনের সাধারণ সভার এক-পঞ্চমাংশ ও কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকিলে সভার কোরাম হইবে। কিন্তু

মুলতবী সভায় কোনো কোরামের দরকার হইবে না। তবে মুলতবী সভা কোনো এক নির্ধারিত দিনে একই স্থানে একই সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে এবং ইহার কর্মসূচিও অপরিবর্তিত থাকিবে।

১৭. অনাস্থা প্রস্তাব

এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য অথবা অন্য কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনিতে হইলে কমপক্ষে ১৫ দিনের লিখিত নোটিশ দিতে হইবে। এই প্রস্তাব পরবর্তী সাধারণ সভায় পেশ করিতে হইবে এবং উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে গৃহিত হইলে তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। এসোসিয়েশনের কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে যেকোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সাময়িকভাবে সভাপতি গ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে পরবর্তী কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় তাহা অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে।

অধ্যায় : ৪

১৮. কার্যনির্বাহী কমিটি

ক. কমিটির মেয়াদ : কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ হইবে ০২ (দুই) বৎসর।

খ. নির্বাচন পদ্ধতি : কার্যনির্বাহী কমিটি নিম্নোক্তভাবে নির্বাচিত হইবে।

তাহারা এসোসিয়েশনের সকল বৈধ সদস্যের ভোটে প্রতি দুই বৎসর অন্তর প্রত্যক্ষ ও গোপন ব্যালট মারফত নির্বাচিত হইবেন। তবে বৎসরের যে মাসেই নির্বাচিত হন না কেনো পরবর্তী দুই বৎসর পর উক্ত কমিটির মেয়াদ শেষ হইবে।

১৯. কার্যনির্বাহী কমিটির গঠন

কার্যনির্বাহী কমিটি মোট ৪১টি পদের সমন্বয়ে গঠিত হইবে যাহা নিম্নরুপ:

১.	সভাপতি	০১ জন
২.	সহ-সভাপতি (জালালাবাদ)	০১ জন
৩.	সহ-সভাপতি (যথা— সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ)	০৪ জন
৪.	সহ-সভাপতি (মহিলা) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত	০১ জন
৫.	সাধারণ সম্পাদক	০১ জন
৬.	কোষাধ্যক্ষ	০১ জন
৭.	যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক	০২ জন
৮.	দপ্তর সম্পাদক	০১ জন
৯.	সাংগঠনিক ও জনসংযোগ সম্পাদক	০১ জন
১০.	শিক্ষা, সাহিত্য ও ছাত্রকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
১১.	ক্রীড়া, চিত্তবিনোদন ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
১২.	মহিলা বিষয়ক সম্পাদক (শুধু মহিলা সদস্য'র মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে)	০১ জন
১৩.	আন্তর্জাতিক ও প্রবাসী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
১৪.	চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন

১৫.	প্রচার, প্রকাশনা ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
১৬.	সদস্য (প্রতি জেলা হইতে ২ জন করিয়া)	০৮ জন
১৭.	সদস্য (জালালাবাদ এলাকা)	০৮ জন
১৮.	কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক কো-অপ্ট সদস্য (প্রতি জেলা থেকে কমপক্ষে একজন করিয়া সদস্য কো-অপ্ট করিতে হইবে। সদ্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অকৃতকার্য ব্যক্তিকে কো-অপ্ট করা যাইবে না)	০৪ জন
১৯.	বিদায়ী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক (পদাধিকারবলে)	০২ জন
	সর্বমোট =	৪১ জন

২০. কার্যনির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক. গঠনতন্ত্র মোতাবেক কার্যনির্বাহী কমিটি এসোসিয়েশনের যাবতীয় কার্য পরিচালনা করিবে।

জালালাবাদ এলাকার অধিবাসীগণ, যাহারা জালালাবাদ এলাকার বাহিরে স্থায়ী/ অস্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন, তাহাদের সহিত পত্রযোগে/ ব্যক্তিগতভাবে/ সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে/ কমিটির মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে তাহাদেরকে সদস্য হওয়ার জন্য অনুরোধ করা।

খ. কার্যনির্বাহী কমিটির সভা প্রতি মাসে অন্তত একবার অনুষ্ঠিত হইবে। কোনো সদস্য সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদকরে অনুমতি ব্যতিরেকে পরপর ৩টি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে অনুপস্থিতির কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হইবে। নোটিশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সদস্য জবাব প্রেরণ করিবেন। উক্ত জবাব কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় আলোচনাপূর্বক উপযুক্ত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সদস্যকে অবহিত করা হইবে।

গ. এসোসিয়েশনের চাঁদা, এককালীন অনুদান ও অন্যান্য উৎস হইতে আয় ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া বিধি মোতাবেক ব্যয় করিয়া উপযুক্ত হিসাব সংরক্ষণ করিবেন।

ঘ. কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদকালীন সময়ে এসোসিয়েশনের সকল ব্যয়ের পূর্বানুমোদন প্রদান করা। তাহা ছাড়া নির্বাচনের যাবতীয় ব্যয় অনুমোদন করা।

ঙ. প্রতিটি সাধারণ/ বিশেষ সাধারণ সভায় পূর্ববর্তী সময়ের সকল আয়-ব্যয়ের বিবরণী উপস্থাপন করতঃ চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণ।

চ. এসোসিয়েশনের স্বার্থে কার্যনির্বাহী কমিটি যেকোনো বৈধ সিদ্ধান্ত নিতে পারিবেন। এসোসিয়েশনের স্বার্থে এসোসিয়েশনের পক্ষে-বিপক্ষে যেকোনো আদালত/ কর্তৃপক্ষের নিকট দায়েরকৃত সকল অভিযোগ/ মোকদ্দমাসমূহের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করতঃ যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

ছ. এসোসিয়েশনের সকল সভা তথা কার্যনির্বাহী কমিটির সভা, সাধারণ সভা, বিশেষ সাধারণ সভাসহ সকল সভা আহ্বান ও অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

জ. এসোসিয়েশনের সাধারণ সভা/ বিশেষ সাধারণ সভাসহ সকল সভার 'এজেন্ডা'সমূহ প্রস্তুত ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া প্রত্যেকটি এজেন্ডা'র বিপরীতে কমিটির মতামত লিপিবদ্ধ করতঃ সাধারণ/ বিশেষ সাধারণ সভার আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য দাখিল করিবেন।

ঝ. কার্যনির্বাহী কমিটি যেকোনো বিশেষ কাজের জন্য কমিটির সদস্য কিংবা সাধারণ সদস্য নিয়ে উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবেন।

ঞ. কার্যনির্বাহী কমিটির কোনো শ্রেণির পদ শূন্য হইলে বা থাকিলে তাহা মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ করিতে পারিবেন।

ট. সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি (জালালাবাদ) অথবা উপস্থিত বয়োজ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি, ৫ জন সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

ঠ. কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজনবোধে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সদস্য পদের জন্য প্রাপ্ত আবেদন যাচাই বাছাইয়ের লক্ষ্যে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে। উক্ত উপ-কমিটি যাচাই-বাছাই করিয়া সুপারিশসহ কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট প্রতিবেদন পেশ করিবে। পরবর্তীতে কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় বিধি মোতাবেক আবেদনগুলো নিষ্পত্তি করিবেন।

অধ্যায় : ৫

২১. কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য
সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক. কার্যনির্বাহী কমিটির সভায়/সাধারণ সভায়/বিশেষ সাধারণ সভায় এবং এসোসিয়েশনের যাবতীয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবেন।

খ. এসোসিয়েশনের পক্ষে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থায় প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন এবং এসোসিয়েশনের পক্ষে-বিপক্ষে দায়েরকৃত সকল মোকদ্দমা সাধারণ সম্পাদকের সহিত যৌথভাবে দস্তখত করিবেন এবং ঐ মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য যৌথভাবে আইনজীবী নিয়োগ করিবেন।

গ. এসোসিয়েশনের সকল সভায় কাস্টিং ভোট প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

ঘ. প্রয়োজনে এসোসিয়েশনের বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান, মুলতবী/ শেষ করিতে পারিবেন। অবশ্য এই বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের যথার্থ কারণ ব্যাখ্যা করিয়া পরবর্তী সাধারণ সভায় প্রতিবেদনের মাধ্যমে সভাকে অবহিত করিবেন।

ঙ. কার্যনির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদকসহ সকল সদস্যকে দায়িত্ব পালনে নির্দেশনা দিতে পারিবেন এবং তাহাদের কার্যাবলি তদারকি করিতে পারিবেন।

চ. এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ প্রতি তিন মাস অন্তর পূর্ববর্তী তিন মাসের এসোসিয়েশনের কর্মকাণ্ড, হিসাব-নিকাশ সভাপতির নিকট দাখিল করিবেন।

ছ. লাগাতার তিন মাস কাল সময় শারীরিক অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে সভাপতির দায়িত্ব পালনে অপরাগ হইলে, সহ-সভাপতি (জালালাবাদ)-এর নিকট দায়িত্বভার সাময়িকভাবে অর্পণ করিতে পারিবেন। এ সময়ে সহ-সভাপতি (জালালাবাদ) ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসাবে সভাপতির সকল দায়িত্ব পালন করিবেন। সহ-সভাপতি (জালালাবাদ)-এর অনুপস্থিতিতে জৈষ্ঠ্য সহ-সভাপতিগণ অনুরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন।

জ. এ ব্যাপারে কার্যনির্বাহী কমিটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে যেকোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২২. সহ-সভাপতি (জালালাবাদ), সহ-সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য

সভাপতিকে এসোসিয়েশন পরিচালনায় সার্বিক পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান এবং সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি (জালালাবাদ) এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে জৈষ্ঠ্য সহ-সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

২৩. সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক. কার্যনির্বাহী কমিটির সভাসহ সকল সভাসমূহ সভাপতির পূর্বানুমোদনক্রমে আহ্বান করিবেন এবং সভার কার্য সভাপতির অনুমোদনক্রমে পরিচালনা করিবেন।

খ. এসোসিয়েশনের পক্ষে-বিপক্ষে দায়েরকৃত সকল মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনা করিতে ও বিভিন্ন দাবি আদায়কল্পে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থায় প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন।

গ. কোষাধ্যক্ষ ও অন্যান্য সম্পাদকের সহিত আলোচনাক্রমে বার্ষিক বাজেট ও বার্ষিক রিপোর্টের প্রতিবেদন প্রণয়ন করিবেন।

ঘ. এসোসিয়েশনের/কার্যনির্বাহী কমিটির সকল কাজের জন্য তিনি কার্যনির্বাহী কমিটি/ সভাপতি ও সাধারণ সভার নিকট দায়ী থাকিবেন ও জবাবদিহি করিবেন।

ঙ. কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সম্পাদকসহ কোষাধ্যক্ষের কাজ তদারকি করিতে পারিবেন এবং সভাপতির অনুমোদনক্রমে নির্দেশনা দিতে পারিবেন।

চ. কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সম্পাদকের সহিত আলোচনা করিয়া সভাপতির অনুমতিক্রমে সকল সভার আলোচ্যসূচি প্রণয়ন করিয়া তাহার স্বাক্ষরে সভা আহ্বান করিবেন।

ছ. কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় আলোচনাক্রমে যে কোনো মামলা মোকাদ্দমায় সভাপতির সহিত যৌথভাবে প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

জ. এসোসিয়েশনের সকল সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

ঝ. এসোসিয়েশনের প্রয়োজনে দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের জন্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত নগদ হাতে রাখিতে পারিবেন।

ঞ. কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমতিক্রমে এসোসিয়েশনের কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োগ, বাতিল, কাজের তদারকি, শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য কৈফিয়ত তলবসহ শাস্তি ও সুপারিশ ও চাকরি বিধি-বিধান প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন। এছাড়া কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করিবেন এবং এসোসিয়েশনের সকল কাজের জন্য জবাবদিহি থাকিবেন।

২৪. কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক. এসোসিয়েশনের আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ, অডিটের কাগজপত্র প্রণয়নে সহযোগিতাকরণ ও সংরক্ষণ করা।

খ. ত্রৈমাসিক হিসাব, কার্যনির্বাহী কমিটির মাসিক সভায় উপস্থাপন করতঃ কমিটি কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ।

গ. সাধারণ সম্পাদকের সহিত আলোচনাক্রমে বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন তাহার প্রতিবেদন তৈরি ও তাহা কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা।

ঘ. কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে এসোসিয়েশনের সকল কাজ করা।

২৫. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকদ্বয়, দপ্তর সম্পাদক, অন্যান্য সম্পাদক ও সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক. সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সভাপতির অনুমতিক্রমে সকল সভা আহ্বানকরণ ও সভায় উপস্থিত থেকে সভা পরিচালনা করিতে সভাপতিকে সহযোগিতা করা।

খ. সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমতিক্রমে এসোসিয়েশনের কার্যসম্পাদন।

গ. এসোসিয়েশনের স্বার্থে সাধারণ সম্পাদককে সার্বিক সহযোগিতা করা।

দপ্তর সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ঘ. এসোসিয়েশনের যাবতীয় দাপ্তরিক কাজকর্ম সম্পাদন ও তদারকি এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পরামর্শ প্রদান।

ঙ. এসোসিয়েশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর দাপ্তরিক কাজকর্ম তদারকিকরণ।

চ. এসোসিয়েশনের সকল সম্পাদককে দাপ্তরিক কাজে সহযোগিতা প্রদান।

ছ. সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শে সকল সভার আলোচ্যসূচি প্রণয়নে সহযোগিতা করা।

জ. সকল সভার কার্যবিবরণী প্রণয়ন, প্রেরণ ও সংরক্ষণকরণে সহযোগিতা করা। সাধারণ সম্পাদক অথবা যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকদ্বয়ের অনুপস্থিতিতে সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার নোটিশ প্রদান ও সভা সঞ্চালন করা।

ঝ. সকল সভার আলোচনার বিষয়াদি/ সদস্যগণের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা।

অন্যান্য সম্পাদক/সদস্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য

কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে/ ক্ষেত্রে দায়িত্ব সম্পাদন করা।

২৬. উপদেষ্টা পরিষদ গঠন

এসোসিয়েশনের বৃহত্তর স্বার্থে কার্যনির্বাহী কমিটি ১১(এগারো) সদস্যবিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিবেন। জালালাবাদ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যারা রাষ্ট্র ও সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের অধিকারী ও সমাজে যাহাদের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি রহিয়াছে এমন ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে উক্ত পরিষদ গঠিত হইবে। উক্ত উপদেষ্টা পরিষদ কার্যনির্বাহী কমিটিকে সময় সময় প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করিবেন। এসোসিয়েশনের কোনো বিরোধ দেখা দিলে তাহা নিজ উদ্যোগে সমাধানের চেষ্টা করিবেন।

২৭. সহযোগী প্রতিষ্ঠান বা এসোসিয়েশন

এসোসিয়েশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকা'র ২২ নম্বর কাওরান বাজারস্থ বর্তমান ঠিকানায় থাকিবে। ঢাকা মহানগর ছাড়া বাংলাদেশের যেকোনো জেলায়/ স্থানে/ বিদেশের যেকোনো রাষ্ট্রে জালালাবাদবাসীরা জালালাবাদ এসোসিয়েশন, ঢাকা-এর গঠনতন্ত্রের সহিত যথাসম্ভব সংগতি রাখিয়া সহযোগী প্রতিষ্ঠান/ এসোসিয়েশন গঠন/ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন এবং তাহাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে জালালাবাদ এসোসিয়েশন, ঢাকা তাহাদের এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠান/ এসোসিয়েশনকে স্বীকৃতি দিতে পারিবেন। তবে সেই প্রতিষ্ঠান/এসোসিয়েশন তাহাদের সকল সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড সেই দেশ বা স্থানের আইন অনুযায়ী পরিচালনা করিবেন। তাহাদের আইন বর্হিভূত কোনো কাজ বা সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার জন্য জালালাবাদ এসোসিয়েশন, ঢাকা কোনোভাবেই দায়ী হইবে না বা তাহার কোনো দায় দায়িত্ব জালালাবাদ এসোসিয়েশন, ঢাকা বহন করিবে না। প্রয়োজনবোধে ৩ মাসের আগাম নোটিশে জালালাবাদ এসোসিয়েশন, ঢাকা যেকোনো সংস্থার স্বীকৃতি প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

অধ্যায় : ৬

২৮. নির্বাচন

নির্বাচন কমিশন গঠন

ক. কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করিয়া উক্ত তারিখের ৬০ দিন পূর্বে নির্বাচনে প্রার্থী হইতে ইচ্ছুক নহে এসোসিয়েশনের এমন তিন জন সদস্যের সমন্বয়ে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করিবেন। উক্ত তিন জনের মধ্যে একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন। নির্বাচন পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব এই কমিশনের ওপর ন্যস্ত হইবে। নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে এই কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবে।

খ. নির্বাচন কমিশন চেয়ারম্যান ও দুই সদস্যের মধ্যে যেকোনো ২ জন উপস্থিত থাকিলে সভার কোরাম হইবে। তবে কমিশনের পক্ষে চেয়ারম্যান তাঁহার অনুপস্থিতিতে যেকোনো সদস্য দৈনন্দিন কাজ চালাইয়া যাইতে পারিবেন।

গ. নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর যদি কোনো কারণে নির্বাচন কমিশনের কোনো সদস্য অথবা সম্পূর্ণ কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করিতে অপরাগতা প্রকাশ করেন, তবে কার্যনির্বাহী কমিটি জরুরি সভা আহ্বান করতঃ তাহাদের স্থলে নতুন সদস্য নিয়োগ দিবেন। এই কারণে নির্বাচন তফসিলের কোনো পরিবর্তন হইবে না।

ঘ. যদি কোনো কারণে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন না হয় তবে বিশেষ সাধারণ সভার মাধ্যমে সময় বর্ধিত করিয়া পরবর্তীতে দিন নির্ধারণ করিয়া নির্বাচন সম্পন্ন করিতে হইবে।

২৯. নির্বাচনী বিধি

ক. কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনে কোনো পদ প্রার্থীকে সেই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এসোসিয়েশনের সদস্য হইতে হইবে। তবে আজীবন সদস্যের ক্ষেত্রে তাহা প্রযোজ্য হইবে না।

খ. প্রবাসী আজীবন সদস্য এবং সহযোগী সদস্য নির্বাচনে কার্যনির্বাহী কমিটির কোনো পদেই অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

গ. গঠনতন্ত্রের অধ্যায় ৪-এর ১৯ বিধি মোতাবেক কার্যনির্বাহী কমিটির ৩৫টি

পদে নির্বাচন হইবে। তাহারা এসোসিয়েশনের সকল বৈধ ভোটে প্রতি ২ (দুই) বৎসর অন্তর প্রত্যক্ষ ও গোপন ব্যালট মারফত নির্বাচিত হইবেন, তবে বৎসরের যে মাসেই নির্বাচিত হন না কেন দায়িত্বভার গ্রহণের পরবর্তী ২ বছর পর উক্ত কমিটির মেয়াদ সমাপ্ত হইবে।

ঘ. সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ব্যক্তিকে এসোসিয়েশনের পূর্ববর্তী যেকোনো কার্যনির্বাহী কমিটির প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সদস্য হিসাবে অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

ঙ. নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণায় ১০ (দশ) দিনের মধ্যে বিদায়ী কার্যনির্বাহী কমিটি নব-নির্বাচিত কমিটির নিকট এসোসিয়েশনের যাবতীয় কার্যভার হস্তান্তর করিবেন।

চ. সভাপতি, সহ-সভাপতি(জালালাবাদ), সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত ব্যক্তিগণ পর পর ২ বারের বেশি নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। সভাপতি ২ বার নির্বাচিত হওয়ার পর কার্যনির্বাহী কমিটির আর কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

ছ. নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের অন্তত ৫০ (পঞ্চাশ) দিন পূর্বে নির্বাচনী কার্যসূচি প্রস্তুত করিয়া বিজ্ঞপ্তি আকারে পত্রিকায় প্রকাশ কিংবা ভোটাধিকারী সদস্যদের নিকট ডাকযোগ পাঠাইবেন। এই কার্যসূচিতে খসড়া ভোটার তালিকা প্রস্তুত হইতে শুরু করিয়া প্রত্যেকটি পদক্ষেপের সময়সূচি স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকিবে।

জ. নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখের অন্তত ৪০ দিন পূর্বে গঠনতন্ত্র মোতাবেক খসড়া ভোটার তালিকা প্রস্তুত করিবেন। খসড়া ভোটার তালিকার এক কপি এসোসিয়েশনের অফিসে সদস্যদের পরিদর্শনের জন্য রাখা হইবে এবং যেকোনো সদস্য উহা দেখিতে পারিবেন।

ঝ. খসড়া ভোটার তালিকা প্রস্তুত হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে এসোসিয়েশনের যেকোনো সদস্য লিখিতভাবে তালিকা সম্বন্ধে নির্বাচন কমিশনের নিকট আপত্তি পেশ করিতে পারিবেন।

ঞ. আপত্তি বিবেচনা করিয়া এবং আবশ্যক হইলে তদন্ত করিয়া নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখের অন্তত ৩০ দিন পূর্বে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তত করিবেন এবং উহার এক কপি এসোসিয়েশনের অফিসে সদস্যগণের পরিদর্শনের জন্য সংরক্ষণ করিবেন।

ট. চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সদস্যগণই কেবল নির্বাচনে প্রার্থী হইতে, প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করিতে, সমর্থন দিতে এবং ভোট দিতে পারিবেন। তবে

একই পদের একাধিক প্রার্থীর নাম প্রস্তাব, সমর্থন দিতে পারিবেন না। করিলে সকল প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিল হইবে।

ঠ. চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরই নির্বাচন কমিশন একটি মনোনয়নপত্র প্রকাশ করিবেন।

ড. মনোনয়নপত্রে প্রার্থীর নিজস্ব দস্তখত ছাড়াও একজন প্রস্তাবক ও একজন সমর্থকের দস্তখতের ব্যবস্থা থাকিবে। প্রস্তাবক ও সমর্থককে অবশ্যই এসোসিয়েশনের বৈধ সদস্য হইতে হইবে।

ঢ. মনোনয়ন পত্র নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখের অন্তত ২৫ (পঁচিশ) দিন পূর্বে নির্বাচন কমিশনের নিকট পেশ করিতে হইবে।

ণ. নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করিয়া নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখের অন্তত ২০ (বিশ) দিন পূর্বে মনোনীত প্রার্থীগণের নাম প্রকাশ করিবেন।

ত. মনোনীত প্রার্থীদের নাম প্রকাশের ৫ দিনের মধ্যে যেকোনো প্রার্থী তাহার নাম লিখিতভাবে প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

থ. উপরোক্ত প্রত্যাহারের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করিবেন ও তাহা এসোসিয়েশনের অফিসে সংরক্ষণ করিবেন।

দ. নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখের পূর্বে নির্বাচন কমিশন ব্যালট পেপার ছাপানোর ব্যবস্থা করিবেন এবং ব্যালট পেপার তাহাদের নিজস্ব হেফাজতে রাখিবেন।

ধ. নির্বাচন কমিশন উপযুক্ত ব্যালট বাক্স প্রস্তুত করিবেন।

ন. ঢাকার বাহিরে/সিলেট বিভাগের কোনো স্থানে কোনো নির্বাচনী প্রচার কেন্দ্র স্থাপন, পরিচালনা কিংবা পরিচিতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যাইবে না। ঢাকায় নির্বাচন কমিশনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচিতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইবে। সম্মানিত ভোটারগণের বিরক্তি উদ্রেক করে এমন ধরণের প্রচারণা চালানো যাইবে না। ভয়েস মেসেজ-এর মাধ্যমে ভোট প্রার্থনা করা যাইবে না। নির্বাচন কেন্দ্র এবং জালালাবাদ ভবনের আশপাশে প্রার্থীকর্তৃক কোনো পোস্টার ও ব্যানার টানানো যাইবে না। কেবল নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে প্রার্থীগণের পরিচিতিমূলক এক বা একাধিক ব্যানার টানানো হইবে।

৩০. নির্বাচনের স্থান ও তারিখ এবং নির্বাচন অনুষ্ঠান

ক. নির্বাচনের তারিখে নির্ধারিত সময়ে ভোট গ্রহণের নির্ধারিত স্থানে যথাসময়ে উপস্থিত থাকিয়া নির্বাচন কমিশন স্বীয় প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গোপন ব্যালটে নির্বাচন পরিচালনা করিবেন।

খ. ভোটারগণ ভোট প্রয়োগের সময় জাতীয় পরিচয়পত্র/ চাকরিজীবী হইলে অফিসের পরিচয়পত্র/ পাসপোর্ট ইত্যাদি প্রদর্শনপূর্বক তাহার পরিচয় নিশ্চিত করিবেন।

গ. ভোটারগণের যথার্থ পরিচয়পত্র পাওয়ার পর তাহাদের দস্তখত নিয়া প্রত্যেককে একটি করিয়া ব্যালট পেপার দেওয়া হইবে। ব্যালট পেপারে নির্বাচন কমিশনের অন্তত দুইজন সদস্যের দস্তখত থাকিবে।

ঘ. প্রত্যেক ভোটার প্রত্যেক পদের জন্য মাত্র একটি ভোট দিতে পারিবেন। ভোট দিবার চিহ্ন নির্বাচন কমিশন পূর্বাহ্নে নির্ধারিত করিবেন এবং ব্যালট পেপারে লিপিবদ্ধ করিয়া দিবেন।

ঙ. ব্যালট পেপারে চিহ্ন দিবার পর প্রত্যেক ভোটার ব্যালট পেপারটি ব্যালট বাক্সের ভিতরে রাখিবেন।

চ. ভোট দিবার সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্যে যারা নির্বাচনী বেষ্টনীর মধ্যে থাকিবেন, তাহাদের ভোট প্রয়োগের পরই নির্বাচন কমিটি ব্যালট বক্স প্রকাশ্যে খুলিবেন ও উপস্থিত প্রার্থী/প্রতিনিধির সম্মুখে ভোট গণনা করিবেন।

৩১. নির্বাচনী ফলাফল

ক. ভোট গণনা শেষ হওয়ার পর গঠনতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট বিধান মোতাবেক নির্বাচন কমিশন ভোটের ফলাফল মৌখিক ও লিখিতভাবে প্রকাশ করিবেন। প্রার্থী/ প্রতিনিধি ফলাফল নিতে চাহিলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে যেকোনো সদস্য লিখিত ফলাফল নিজ স্বাক্ষরে প্রদান করিবেন।

খ. চূড়ান্ত ফলাফল নির্বাচন কমিশনকর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচন পর্ব শেষ বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহার বিরুদ্ধে কোনো আপিল চলিবে না।

৩২. নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা

নির্বাচন কার্য সুষ্ঠুভাবে সমাধান করার উদ্দেশ্যে এই বিধিমালার সঙ্গে সংগতি রাখিয়া নির্বাচন কমিশন আবশ্যকবোধে আদেশ-নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনবোধে কার্যনির্বাহী কমিটির সহিত পরামর্শ করিতেও পারিবেন। নির্বাচন কমিশন ভোট গ্রহণের সুবিধার্থে তাদের প্রয়োজনীয়সংখ্যক সাহায্যকারী নিযুক্ত করিতে পারিবেন। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের সম্ভাব্য ব্যয়ের বরাদ্দ প্রস্তাব প্রাপ্তির জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট পেশ করিবেন।

অধ্যায় : ৭

৩৩. তহবিল : এসোসিয়েশনের তহবিল নিম্নলিখিতভাবে সংগ্রহ করা হইবে।

ক. সদস্যদের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রবেশ ফি ও বাৎসরিক চাঁদা।

খ. সাহায্য বা অনুদান দান।

গ. এসোসিয়েশনের সম্পত্তি হইতে আয়।

ঘ. শাখা সমিতি হইতে প্রাপ্ত চাঁদা ইত্যাদি।

ঙ. যেকোনো অনুষ্ঠান বাবদ আয় ইত্যাদি।

চ. বিশেষ সরকারি অনুদান হইতে প্রাপ্ত তহবিল।

৩৪. সম্পত্তি ও ট্রাস্ট

ক. এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি জালালাবাদ এসোসিয়েশনের পক্ষে পরিচালনা, ব্যবহার, লিজ বা ভাড়া প্রদান করিতে পারিবেন।

খ. আবশ্যক বোধে কার্যনির্বাহী কমিটি সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে জালালাবাদবাসীর স্বার্থে কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, সংশোধন ও সংযোজন করিতে পারিবেন এবং বর্তমান ভবন ট্রাস্ট ও শিক্ষা ট্রাস্টসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন প্রণয়ন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করিতে পারিবেন। প্রতিটি ট্রাস্ট এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট দায়ী থাকিবে।

৩৫. ছাত্রবৃত্তি ও প্রশিক্ষণ

এসোসিয়েশনের বাৎসরিক আয় হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ জালালাবাদ এলাকার এতিম, অস্বচ্ছল অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করা হইবে। গরিব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য সুদমুক্ত ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। উক্ত ঋণ গ্রহণের পাঁচ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। বৃত্তি ও ঋণ গ্রহণকারী ছাত্র/ছাত্রী জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইলে এসোসিয়েশনকে সাহায্য সহযোগিতা করিবেন বলিয়া একটি অঙ্গিকারনামা আবেদনের সাথে যুক্ত করিবেন। কার্যনির্বাহী কমিটি আবেদনপত্র ও অঙ্গিকারনামার নমুনা প্রদান করিবেন। কর্মসংস্থানের জন্য চাকরি প্রার্থীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিবে।

৩৬ আর্থিক ব্যবস্থাপনা

ক. জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সকল আয় নির্দিষ্ট ব্যাংক একাউন্টে জমা হইবে।

খ. ব্যাংকে জমা ব্যতিরেকে কোনো আয়ের অর্থ সরাসরি খরচ করা যাইবে না এবং অর্থ প্রাপ্তির সাথে সাথে নগদ অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা প্রদান করিতে হইবে।

গ. সংস্থার দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার জন্য সাধারণ সম্পাদক/কোষাধ্যক্ষ যথাযথ ভাউচারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন।

ঘ. বিশ হাজার টাকার অতিরিক্ত সকল ব্যয়ের ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

ঙ. প্যাটিক্যাশ নীতিমালা অনুসরণ করে প্যাটিক্যাশ ব্যবস্থাপনা করা যাইবে।

৩৭. ব্যাংক হিসাব

কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশের যেকোনো তফসিলী ব্যাংকে এসোসিয়েশনের নামে এক বা একাধিক হিসাব খোলা যাইবে। এসোসিয়েশনের আয়/তহবিল সেই সমস্ত ব্যাংকে জমা থাকিবে এবং সেই সকল হিসাব সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ-এর স্বাক্ষরে খোলা হইবে এবং যেকোনো দুই জনের যৌথস্বাক্ষরে ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলন করিতে পারিবে।

৩৮. অডিটর

অডিটর নিয়োগ: অডিটর সাধারণ সভায় নির্বাচিত হইবেন ও পরবর্তী সাধারণ সভা পর্যন্ত বহাল থাকিবেন। তিনি এসোসিয়েশনের হিসাব বৎসরে একবার পরীক্ষা করিয়া কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে ইহার রিপোর্ট দাখিল করিবেন। কার্যনির্বাহী কমিটির রিপোর্ট প্রাপ্তির পর কমিটি ও তাহার মন্তব্যসহ সাধারণ সভায় তাহা পেশ করিবেন। আবশ্যকবোধে অডিটর সাধারণ সভায় উপস্থিত হইয়া স্বীয় রিপোর্ট ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন।

৩৯. আর্থিক বৎসর

এসোসিয়েশনের আর্থিক বৎসর জানুয়ারী মাস হইতে আরম্ভ হইয়া ডিসেম্বর মাসে শেষ হইবে।

অধ্যায় : ৮

৪০. গঠনতন্ত্র সংশোধন

কোনো সদস্যের গঠনতন্ত্র সংশোধনের কোনো প্রস্তাব থাকিলে ৩০ নভেম্বরের পূর্বে সেই প্রস্তাবের নকলসহ একটি কপি সাধারণ সম্পাদকের নিকট দাখিল করিতে হইবে। এই প্রস্তাব কার্যনির্বাহী কমিটির মন্তব্যসহ সাধারণ সভায় পেশ করা হইবে এবং উপস্থিত সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হইলে উহা গঠনতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত হইবে।

অধ্যায় : ৯

৪১. দলিল-পত্রাদিতে স্বাক্ষর

এসোসিয়েশনের নামের সিলমোহরটি ও সকল নথিপত্র অফিসে সাধারণ সম্পাদক ও দপ্তর সম্পাদকের জিম্মায় গচ্ছিত ও সংরক্ষিত থাকিবে এবং দপ্তর সম্পাদক ও সাধারণ সম্পাদকসহ সকল কার্যনির্বাহী সদস্য অফিসের গোপনীয়তা বজায় রাখিবেন। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক এবং তাহাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্যনির্বাহী কমিটির কোনো ব্যক্তি দলিল পত্রাদিতে দস্তখত করিতে পারিবেন।

৪২. সাময়িক শূণ্যতা

কোনো কারণে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পদ শূণ্য হইলে যথাক্রমে সহ-সভাপতি (জালালাবাদ) ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক-১ পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত ঐ পদের যাবতীয় কাজ চালাইয়া যাইবেন। অন্য কোনো শ্রেণির পদ শূন্য হইলে কিংবা শূণ্য থাকিলে কার্যনির্বাহী কমিটি অবশিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ঐ পদ পূরণ করিতে পারিবেন।

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৪২৮/১৯৬৩
অধ্যাদেশ নম্বর : XLVI of 1961

জালালাবাদ এসোসিয়েশন, ঢাকা
Jalalabad Association, Dhaka

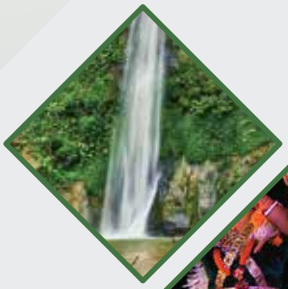

জালালাবাদ ভবন
২২ কাওরানবাজার বা/এ, ঢাকা ১২১৫
৮৮ ০২ ৫৫০১২২৪০
jalalabadassociation
jalalabaddh@gmail.com
www.jalalabad.org.bd